সংবাদ

তারিখ 18 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

ঝরেপড়া শিশুদের স্কুলমুখীকরণে প্রশংসনীয় উদ্যোগ

প্রতিনিধি, বোদা (পঞ্চগড়)

ঝরেপড়া শিশুদের শিক্ষাদানে স্থানীয় বেশ কয়েকটি এনজিওর মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে ব্র্যাক। ঝরেপড়া শিশুদের স্কুলমুখী করতে স্থানীয় এনজিওগুলো ইতোমধ্যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে।

জানা গেছে, অভিভাবকদের অসচেতনতা ও দারিদ্র্যের কারণে ঝরেপড়া শিশুর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এ কারণে অধিকাংশ শিশু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পদার্পনের আগেই ঝরেপড়ে। দরিদ্রতার কারণে স্বল্প মজুরিতে তাদের শ্রম বিক্রি করতে হয়। অনেক বাবা-মা তাদের ছেলেমেয়ে দিয়ে বিভিন্ন মৌসুমে কাজ করানোর ফলে কোমলমতি শিশুরা ক্রমেই স্কুলবিমুখ হয়ে পড়ে। এ সব শিশু যাতে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রেখে ব্র্যাক স্থানীয় এনজিওর সঙ্গে যৌথ অংশীদারীত্বের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে জেলায় ৯০টি স্কুলে ২ হাজার ৭০০ শিশু লেখাপড়া করছে। এদের মধ্যে ২৬.৬৭ ভাগ বালক ও ৭৩.২৩ ভাগ বালিকা। যাদের বয়স ৮-১১ বছর। এদের ঝরেপড়ার হার ০০%।

স্থানীয় এনজিও সৃচনার পরিচালক সফিকুল আলম দোলন জানান, দারিদ্রতা, অভিভাবকদের অসচেতনতা ও সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে শিশুরা লেখাপড়া থেকে ঝরে পড়ছে। এতে শিশুরা নানাবিধ অনিশ্চিত পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। ব্র্যাকের এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রামের সহায়তায় এসব ঝরেপড়া শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে শিক্ষাদান করা হচ্ছে, যা শিশুদের স্কুলমুখী করেছে। এ বিষয়ে সৃচনা পরিচালিত বোদা সিপাইপাড়া কেন্দ্রের শিক্ষিকা চায়না বেগম জানান, একটি গ্রামের ৩০ জন শিশুর জন্য এ স্কুলগুলো খুবই কার্যকর। যেখানে একজন শিক্ষক মাতৃস্নেহে শিশুদের পাঠদান করতে পারে। অভিভাবকদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের মতামতের ওপর স্কুলের সময়সূচি নির্ধারণ ও ছেলেমেয়ে স্কুলে আসতে যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে জন্য অভিভাবকদের সচেতন করতে মাঝে মধ্যে অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। খেলাধূলা ও বিনোদনের মাধ্যমে পাঠদান করা হয় বলে শিশুরা স্কুলে আসতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে ঝরেপড়া শিশুর সংখ্যাও দিন দিন কমে যায়।

জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্র্যাকের টেকনিক্যাল সাপোর্ট স্পেশালিস্ট মো. কফিলউদ্দীন খন্দকার জানান, জেলার ৪টি উপজেলায় সৃচনা, দৃষ্টিদান, পল্লীসাহিত্য সংস্থা, অনুভব, দেশ, এসডিসি, দিশা, সউস, পরস্পর, বিকাশ-বাংলাদেশ, পল্লী- সমন্বয় সংস্থার মাধ্যমে ৯০টি স্কুল পরিচালনা করছে ব্র্যাক। তিনি জানান, শিগগির আরও কয়েকটি স্থানীয় এনজিও তেঁতুলিয়া উপজেলায় স্কুল পরিচালনার সুযোগ পাবে। শিক্ষা একটি শিশুকে মানবসম্পদে পরিণত করে। জেলার ঝরেপড়া শিশুদের শিক্ষাদানে ও সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে ব্র্যাকের এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম ক্রমেই সম্প্রসারিত হওয়ার পাশাপাশি ঝরেপড়া শিশুদের শিক্ষাদানের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে শিক্ষাবিমুখ সবাইকে অনুপ্রাণিত করবে বলে শিক্ষানুরাগীদের অভিমত।